Dreams in Nozirpur

A story of hope and possibility

বড় হয়ে হবো কি

একছিল গ্রাম নজিরপুর

নজিরপুর ছিল একটা শান্ত-সুন্দর গ্রাম। চারদিকে ধানক্ষেত, পুকুর, তালগাছ আর মাঠ। এই গ্রামে থাকত পাঁচজন বন্ধু: মীম, জয়নাল, রাহিম, লতা আর ছোট্ট টুকটুক। সবার বয়স ৫ থেকে ৮ বছর। প্রতি দিন তারা স্কুলে যেত, তারপর খেলতে মাঠে ছুটে যেত।

একদিনরোদের দিনে

একদিন স্কুল শেষে তারা সবাইবড় পুকুর পাড়ে বসে রোদে গা গরম কর ছিল। হঠাৎ জয়নাল বলল, ″তোমরা বড় হয়ে কীহতে চাও″
মীম বলল, আমি বড় হয়ে ডাক্তার হবো। অসুস্থ হলে সবাইকে সুস্থ করবো।″রাহিম চুপচাপ বসে ছিল। লতা বলল, ″আমি শিক্ষক হবো। ছোটদের পড়াবো।″

টুকটুকের স্বপ্ন

সবাই হেসে বলল, "টুকটুক, তুই টুকটুক একটু লাজুক। সেবলল, আমি তো এখনোজানি না। কখনো ভাবি নি জয়নাল বলল, "চল, আমরা সবাই মিলে খুঁজে বের করি টুকটুক কী হতে চায়

প্রথমগন্তব্য পাকা রাস্তার ধারে দোকান

তারা গেল হাবিব কাকার দোকানে।
হাবিব কাকা বললেন, দোকানিহলে মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারবে। সবাই তোমার কাছে আসবে।"
টুকটুক ভাবল, মজারই তো কিন্তু..

গেলখেতের দিকে

তারা ধানক্ষেতে গেল কিরণ মামার সঙ্গে।
মামা বললেন, "চাষাবাদ করলেই তো আমরা খেতেপাই। কৃষক না থাকলে কারো পাতে ভাত জুটবেনা।"
টুকটুক মাটির গন্ধ শুকল আর বলল, "আমার পছন্দ হলো

বসে পড়ল গাছতলায়

সবাই গাছের ছায়ায় বসে ভাবতে লাগল।

মীম বলল, "তুই তো সব পেশার কথা শুনলি। কোনটা ভালো লাগল

টুকটুক মাথা চুলকে বলল, "আমি তো সব হতে চাই কিন্তু একসাথে তো হওয়া যায় না

মীমের বুদ্ধি

মীম বলল, "তাহলে এমন কিছু হওয়া সবাইকে সাহায্য করতে পারে যেমনএকজন নেতা জয়নাল বলল, "হ্যাঁ গ্রামের চেয়ারম্যান বা একজন সেবক টুকটুক চোখ বড় করে বলল, "বড় হয়ে আমি এমন হবো, যাতে গ্রামেরসবাই আমার জন্য গর্বকরে।"

ঘরেফেরার সময়

সূর্য ঢলে পড়েছে। তারাসবাই হাতে হাত ধরেঘরে ফিরল।

মনের ভেতর নতুন নতুন স্বপ্ন।

টুকটুক হাসতে হাসতে বলল, "আজ আমার জীবনের সবচেয়ে ভালো দিন

শেষকথা

ছোটদের ছোট ছোট প্রশ্ন থেকেই
একদিন গড়ে ওঠে বড় স্বপ্ন।
নজির পুরের মাঠে সেই স্বপ্নের বীজ
রোপণ হলো আজ।
কে জানে, আগামী দিনে টুকটুক
হয়তো গ্রামের সবচেয়ে আপনজন
হয়ে উঠবে